দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 1997
পৃঃ 8 কলাম 5

35

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ চরমভাবে উপেক্ষিত

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে অনৈসলামিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী আখ্যায়িত করে বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তি তথা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, সমাজসেবা, মানবতা–সর্বোপরি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কথা এই যে, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, ১৯৭৪ সালের ৩০ মে প্রকাশিত ডঃ কুদরত-ই-খুদা ৩০০ পৃষ্ঠার এ রিপোর্ট ১১ দফা অধ্যায়ে মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মাদ্রাসাগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মত একই শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে। ধর্ম শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে।" আমরা বলতে চাই, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ভারতীয় প্রভুদের ইশারায় প্রণীত। বাংলাদেশে এ শিক্ষা নীতি চলতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি, এ দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ সচেতন জনগণ এ ইসলাম বিরোধী শিক্ষা রিপোর্টের বাস্তবায়ন চায় না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী চাইলেও এ রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না ইনশাআল্লাহ। 'কোরআন-সুন্নাহ'র আলোকে শিক্ষানীতি প্রণীত হোক, এটাই জনগণের দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

আমরা এ রিপোর্ট সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে বলতে চাই, সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুয়ায়ী সরকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা একটি মহল ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমরা মনে করি, আসলে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম শুভ হবে না। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।